স্বাধীনতা দিবসের আগে দিল্লিতে চূড়ান্ত সতর্কতা 'মোস্ট ওয়ান্টেড ১৯' জঙ্গির ছবি প্রকাশ

দিল্লি, ১১ আগস্ট— স্বাধীনতা দিবসের আগে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হচ্ছে রাজধানী দিল্লিকে। গোয়েন্দা সূত্রে সতর্কবার্তা পাওয়ার পরই ১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে দিল্লি পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা। এরই মধ্যে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন বা আইএম, আল-কায়দা এবং বিভিন্ন খলিস্তানপন্থী জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ১৯ জন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জঙ্গির ছবি ও পরিচয় প্রকাশ করেছে পুলিশ। তাঁদের সম্পর্কে কোনও তথ্য থাকলে দ্রুত পুলিশকে জানানোর আবেদন করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এই ১৯ জনকে তিনটি মডিউলে ভাগ করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, আল-কায়দা এবং খলিস্তানপন্থী জঙ্গি সংগঠন। তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখা হচ্ছে। রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় তাঁদের ছবি-সহ পোস্টার লাগানো হয়েছে। উদ্দেশ্য শুধু নজরদারি বাড়ানো নয়, সাধারণ মানুষের সাহায্যে ওই 'ওয়ান্টেড' জঙ্গিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কাজেও উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ।

ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের তালিকায় রয়েছেন কর্নাটকের ভটকলের ইখবাল ভটকল ও রিয়াজ ভটকল, বেঙ্গালুরুর জুনেইদ আহমদ, উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ের মহম্মদ খালিদ এবং মহারাষ্ট্রের পুণের মহসিন চৌধরী। তাঁরা দেশের অন্যতম 'মোস্ট ওয়ান্টেড' জঙ্গি হিসেবে নিরাপত্তা সংস্থার তালিকায় রয়েছেন।

আল-কায়দা মডিউলে রয়েছে ৬ জন। তাঁরা হলেন সম্ভলের মহম্মদ শরজিল আখতার, দিল্লির সীলমপুরের মহম্মদ রেহান, ঝাড়খণ্ডের আবু সুফিয়ান, জামশেদপুরের সৈয়দ মহম্মদ আর্শিয়ান, বেঙ্গালুরুর মহম্মদ শাহিদ ফৈজল এবং হায়দরাবাদের মহম্মদ উমর।

এ ছাড়াও খলিস্তানপন্থী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত ৮ জনের ছবি প্রকাশ করেছে দিল্লি পুলিশ। তাঁদের মধ্যে বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল বা বিকেআইয়ের ওয়াধাওয়া সিংহ বব্বর, পুরষোত্তম সিংহ পম্মা, হরবিন্দর সিংহ রিন্দা এবং গুরমীত সিংহ বগ্গা রয়েছেন। খলিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্সের রণজিৎ সিং এবং পরমজিত সিং পম্মা, খলিস্তান টাইগার ফোর্সের অর্শদীপ সিং ডালার নামও তালিকায় রয়েছে। ভূপেন্দ্র সিং ভিন্ডার ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান হবে লালকেল্লায়। সেখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। ফলে লালকেল্লা ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হচ্ছে বাড়ানো হয়েছে তল্লাশি এবং নজরদারি। অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে এখন থেকেই ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে।

লালকেল্লা ছাড়াও রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, মেট্রো স্টেশন, বাজার, ধর্মীয় স্থান, ঐতিহাসিক স্থাপত্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সন্দেহজনক গতিবিধির উপর নজর রাখতে বিভিন্ন জায়গায় অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। দিল্লি মেট্রোতেও বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির পুলিশের সঙ্গেও সমন্বয় বাড়ানো হয়েছে। দেশের পশ্চিম সীমান্তেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

তবে সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি বা গতিবিধি চোখে পড়লে দ্রুত পুলিশকে খবর দিতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে জনবহুল এলাকায় কোনও পরিত্যক্ত ব্যাগ বা সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখা গেলে সেটি স্পর্শ না করে নিরাপত্তা সংস্থাকে জানাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পোস্টারে থাকা 'ওয়ান্টেড' জঙ্গিদের সম্পর্কে কারও কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকলে তা পুলিশকে জানানোর আবেদন করা হয়েছে।

নেতাজির 'চিতাভস্ম' দেশে ফেরাতে সুপ্রিম কোর্টে কন্যা অনিতা

দিল্লি, ১১ আগস্ট— টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে আট দশকেরও বেশি সময় ধরে সংরক্ষিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বলে দাবি করা চিতাভস্ম দেশে ফিরিয়ে এনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার আবেদন এবার সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছল। মঙ্গলবার নেতাজির কন্যা অনিতা বসু ফাফের দায়ের করা মামলাটি শুনতে সম্মতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। একই সঙ্গে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান জানতে চেয়ে নোটিস জারি করেছে শীর্ষ আদালত। বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি ছাড়াও রয়েছেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহনা।

অনিতার হয়ে আদালতে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। তাঁর বক্তব্য, নেতাজির কন্যা দীর্ঘদিন ধরেই প্রকাশ্যে তাঁর বাবার বলে দাবি করা দেহাবশেষ জাপান থেকে ভারতে ফিরিয়ে এনে যথাযথ মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পক্ষে সওয়াল করে আসছেন। এবার সেই দাবিই আইনি পথে শীর্ষ আদালতের সামনে এসেছে।

রেনকোজি মন্দিরে থাকা চিতাভস্ম নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। সরকারি নথি ও একাধিক তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্রের অবস্থান, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইওয়ানের তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে নেতাজির মৃত্যু হয়। পরে তাঁর দেহ দাহ করা হয় এবং সেই চিতাভস্ম নিয়ে যাওয়া হয় জাপানে। টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে সেই চিতাভস্ম সংরক্ষিত রয়েছে।

আমেরিকায় রাখীবন্ধন উৎসবে অংশ নিতে যাচ্ছেন মোহন ভাগবত

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি, ১১ আগস্ট— সুদূর আমেরিকায় কি এবার রাখীর সুতোয় জুড়বে বিশ্ব? ২৯ আগস্ট নিউ ইয়র্কে রাখীবন্ধন উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। আমেরিকা, কানাডা ও ইংল্যান্ড সফরের মধ্যেই নিউ ইয়র্ক সিটির এই বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে উৎসাহ।

'অ্যাহেড ফোরাম' এবং শতাধিক সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত 'ইউনিভার্সাল ওয়াননেস সেলিব্রেশনস'-এর মূল সুর-ঐক্য, সম্প্রীতি, দায়িত্ববোধ এবং বিশ্বশান্তি। রাখীর চেনা ভাই-বোনের সম্পর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার তাকে সমাজ, দেশ, প্রকৃতি ও সমগ্র মানবসমাজের প্রতি দায়িত্বের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হবে।

অনুষ্ঠানে ভাগবতের বক্তব্যের দিকে বিশেষ নজর থাকবে সকলের।

কালীঘাট তৃণমূলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় হাই কোর্টের নির্দেশই বহাল সুপ্রিম কোর্টে

দিল্লি, ১১ আগস্ট— তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল দৈনন্দিন সাংগঠনিক খরচের জন্য অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারবে। তবে সেই খরচের সম্পূর্ণ হিসাব কলকাতা হাই কোর্ট নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের ফলে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৃণমূলকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই চলতে হবে।

বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। আদালত ৯ জুলাই কলকাতা হাই কোর্টের দেওয়া নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি। ফলে হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, কালীঘাট তৃণমূল প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন খরচ মেটাতে অর্থ ব্যবহার করতে পারবে। তবে সেই অর্থ কী ভাবে খরচ করা হচ্ছে, তার হিসাব রাখতে হবে।

এর আগে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাই কোর্ট অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদারকে বিশেষ আধিকারিক হিসেবে নিয়োগ করেছিল। তাঁর তত্ত্বাবধানেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রতিদিনের খরচের হিসাবও আদালতকে জানাতে বলা হয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মমতাপন্থী তৃণমূল।

তবে শুনানিতে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের তরফে এই অর্থ ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে আপত্তি জানানো হয়। তাঁদের বক্তব্য, বর্তমানে কোন পক্ষকে 'আসল তৃণমূল' হিসেবে গণ্য করা হবে, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করা হয়।

ঋতব্রত শিবিরের আরও অভিযোগ, একটি বিমান সংস্থাকে অর্থ দেওয়ার জন্যও লেনদেনের অনুমতি চাওয়া হয়েছে, অথচ ওই সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি দৈনন্দিন খরচের জন্য তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। তাঁদের দাবি, অ্যাকাউন্টগুলিতে কত টাকা রয়েছে এবং মোট কতগুলি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, সেই তথ্যও স্পষ্ট ভাবে জানানো হয়নি।

এছাড়াও নির্বাচনের পর মাত্র ২০ দিনে অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩৬০ কোটি টাকা জমা পড়েছে বলে দাবি করে ঋতব্রত শিবির।

এই পরিস্থিতিতে অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অনুমতির বিরোধিতা করা হলেও সুপ্রিম কোর্ট শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি।

হিমাচলে বর্ষার তাণ্ডব, আড়াই মাসে মৃত ১৫৭, নিখোঁজ ২৫৭

বিপর্যস্ত জনজীবন, বন্ধ ২৫৯ রাস্তা, নতুন করে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

শিমলা, ১১ আগস্ট— বর্ষার দাপটে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। গত আড়াই মাসে ধস, হড়পা বান এবং বর্ষার কারণে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় রাজ্যে অন্তত ১৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও নিখোঁজ ২৫৭ জন। পাহাড়ি ধস ও লাগাতার বৃষ্টির জেরে রাজ্যজুড়ে ২৫৯টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে মান্ডি-কুলু হাইওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সড়কও রয়েছে। পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে, কারণ রাজ্যের পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

স্টেট এমার্জেন্সি অপারেশনস সেন্টার বা এসইওসি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩০ জুন থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত ধস ও হড়পা বানে ৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৮৯ জন। বিপর্যয়ের ফলে রাজ্যের পরিকাঠামো ও সরকারি সম্পত্তিরও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ৮৮৬ কোটি টাকা বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত পরিস্থিতি মান্ডি ও কুলুর। একনাগাড়ে বৃষ্টিতে পাহাড়ি নদী ও নালাগুলিতে জলস্তর দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় কোথাও কোথাও নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। পাহাড় থেকে পাথর ও ধ্বংসাবশেষ নেমে এসে একাধিক জায়গায় রাস্তা আটকে দিয়েছে। হড়পা বান ও পাহাড়ি জলস্রোতের জেরে গাড়ি এবং অস্থায়ী সেতু ভেসে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।

রাস্তা বন্ধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি মান্ডিতে। সেখানে ১২০টি রাস্তা ধসের কারণে অবরুদ্ধ। চাম্বায় ৪২টি, কুলুতে ৪০টি এবং শিমলায় ৩০টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে। প্রশাসনের তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা পরিষ্কারের কাজ চালানো হচ্ছে। কিন্তু একের পর এক নতুন ধস নামায় সেই কাজে বার বার বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বহু পাহাড়ি এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং জরুরি পরিষেবা ও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়াও কঠিন হয়ে উঠেছে।

এর মধ্যেই নতুন করে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কাংড়া, মান্ডি, হামিরপুর, শিমলা এবং সিরমৌরে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। চাম্বা, কুলু, সোলান এবং বিলাসপুরেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে নতুন করে ধস ও হড়পা বান নামার আশঙ্কা থাকায় উদ্বেগে রয়েছে প্রশাসন।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যুৎবিভ্রাটও একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়ছে কুলু এবং মান্ডি জেলা। এক সপ্তাহের মধ্যে ১৬১টি ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে মান্ডিতে ৭৭টি, শিমলায় ৪৩ এবং কুলুতে ৪০টি। লাগাতার বৃষ্টির কারণে কুলুতে নদীগুলি ফুঁসছে। কোথাও কোথাও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। মান্ডির ছবিও একই রকম।

এদিকে মান্ডি ও কুলুর সংযোগকারী মূল জাতীয় সড়কটি ধসে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় জরুরি পরিষেবা ও ত্রাণ পাঠানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বহু পাহাড়ি গ্রাম ও ছোট শহর বাকি রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে স্থানীয় মানুষের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছনো অসম্ভব হয়ে পড়ছে। চরম সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁদের।

এদিকে আসামে এখনও ৪৫৮টি গ্রাম জলমগ্ন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৩১ জন। এঁদের মধ্যে প্রায় ২৪ হাজার মানুষ ৬টি জেলার ৮৯টি ত্রাণশিবির ও ত্রাণকেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। জলের তলায় চলে গিয়েছে ১১ হাজার ২৮৭.০৪ হেক্টর কৃষিজমি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঁধ, রাস্তা, সেতু-সহ একাধিক পরিকাঠামো। গোলাঘাট ও নুমালিগড়ে ধানসিড়ি এবং শ্রীভূমিতে কুশিয়ারা নদীর জল এখনও বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বন্যায় জলমগ্ন হয়ে বা ভেসে গিয়ে ৩১ হাজার ৮৭৭টি গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির মৃত্যু হয়েছে। ফলে ত্রাণের পাশাপাশি জলবাহিত রোগ মোকাবিলা এবং গবাদি পশু রক্ষাও প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'এক দেশ, এক পুলিশ পোশাক', রাজ্যগুলির ইউনিফর্মের তথ্য চাইল কেন্দ্র

দিল্লি, ১১ আগস্ট— দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীর পোশাকে অভিন্নতা আনতে কেন্দ্রের 'এক দেশ, এক পুলিশ পোশাক' উদ্যোগে তৎপরতা বাড়ল। কেন্দ্রীয় সূত্রের খবর, পুলিশ ইউনিফর্মের মান নির্ধারণের কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। খুব শীঘ্রই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সামনে এই বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তার আগে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বাহিনী বর্তমানে কী ধরনের পোশাক ব্যবহার করে, তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা বিপিআরঅ্যান্ডডি।

এই উদ্যোগের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছেও পৌঁছেছে কেন্দ্রের নির্দেশিকা। পুলিশ ডিরেক্টরেটের ২৮ জুলাইয়ের একটি মেমোতে ব্যারাকপুরের আর্মড পুলিশের আইজিকে কেন্দ্রীয় সংস্থার চাওয়া তথ্য দ্রুত পাঠাতে বলা হয়েছে। ওই মেমোতে ২১ জুলাইয়ের বিপিআরঅ্যান্ডডির চিঠির উল্লেখ রয়েছে। সেখানে দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীর ইউনিফর্ম সম্পর্কে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে তথ্য চাওয়া হয়েছে। চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'এক দেশ, এক পুলিশ পোশাক' উদ্যোগের অধীনে ইউনিফর্ম সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নিয়ম ও মানদণ্ড ঠিক করার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

কেন্দ্রের চাওয়া তথ্যের পরিধিও বেশ বিস্তৃত। কনস্টেবল থেকে শুরু করে পুলিশ সুপার এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিক পর্যন্ত বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশকর্মীদের পোশাকের বিবরণ দিতে বলা হয়েছে। সিভিল পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের পোশাকের তথ্যও আলাদা করে চাওয়া হয়েছে।

বর্তমানে দেশের প্রায় সব রাজ্যেই পুলিশের পোশাকের মূল রং খাকি হলেও রাজ্যভেদে তার নকশা, রং, টুপি, ব্যাজ, বেল্ট, জুতো এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রীতে পার্থক্য রয়েছে। ফলে কোন রাজ্যের পুলিশ কোথায় কর্মরত, তা অনেক সময় পোশাক দেখেই বোঝা যায়। কেন্দ্রের উদ্যোগে সেই পার্থক্য কমিয়ে গোটা দেশে পুলিশের পোশাকে একটি নির্দিষ্ট জাতীয় মানদণ্ড তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

'এক দেশ, এক পুলিশ পোশাক'-এর প্রস্তাব অবশ্য নতুন নয়। ২০২২ সালে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের চিন্তন শিবিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের পুলিশ বাহিনীর জন্য অভিন্ন পোশাকের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, পুলিশের পোশাকে অভিন্নতা দেশের পুলিশ বাহিনীর মধ্যে একটি বৃহত্তর পরিচিতি তৈরি করতে পারে।

তবে আপাতত রাজ্যগুলির উপর নতুন কোনও ইউনিফর্ম চাপিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং কোন রাজ্যে কোন পদমর্যাদার পুলিশকর্মী কী ধরনের পোশাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী ব্যবহার করেন, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী ধাপে অভিন্ন পোশাকের নকশা ও মান নির্ধারণের প্রস্তাব তৈরি হবে।

বিপিআরঅ্যান্ডডির তথ্য সংগ্রহ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনে প্রেজেন্টেশনের প্রস্তুতি দেখে কেন্দ্রের বহু প্রতীক্ষিত এই উদ্যোগ ফের গতি পেয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশও কেন্দ্রের চাওয়া তথ্য সংগ্রহ করে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

কংগ্রেস থেকে তৃণমূল, তারপর বিজেপি— এমন তিন সাংসদকে নতুন দায়িত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি, ১১ আগস্ট— কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল থেকে বিজেপি। রাজনৈতিক যাত্রাপথে বারবার দল বদলানো সেই তিন নেতাই এবার সংসদের গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিতে জায়গা পেলেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের অনুমোদনের পর গত ৬ আগস্ট সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশ চিক বারাইককে তিনটি পৃথক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য করা হয়েছে।

তিন জনের রাজনৈতিক পথ আলাদা হলেও মোড়-বদলের গল্পে মিল রয়েছে। কংগ্রেস দিয়ে শুরু, পরে তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভায় যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ, এই পথ পেরিয়েই এখন সংসদীয় কমিটির দায়িত্বে তাঁরা। সুস্মিতা দেবকে জল সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে রাখা হয়েছে। জল ব্যবস্থাপনা, জল সম্পদ নীতি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাজকর্ম খতিয়ে দেখার দায়িত্ব এই কমিটির। সুখেন্দুশেখর রায়ের জায়গা হয়েছে কর্মী, জন অভিযোগ, আইন ও বিচার বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে আইন ও বিচারের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদীয় পর্যালোচনায় এই কমিটির ভূমিকা রয়েছে। প্রকাশ চিক বারাইককে দেওয়া হয়েছে ভোক্তা বিষয়, খাদ্য ও জনবণ্টন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব। খাদ্য নিরাপত্তা, গণবণ্টন ব্যবস্থা এবং ভোক্তা স্বার্থের মতো সরাসরি জনজীবন-সম্পর্কিত বিষয় এই কমিটির আওতায়। সরকারের কাজের উপর নজরদারির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

'বন্দে মাতরম'-বিলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন, অবমাননা দণ্ডনীয়

মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, দিল্লি, ১১ আগস্ট— জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-এর অবমাননা এবার আর নিছক নৈতিক অপরাধ নয়, বরং আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট বিলে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ফলে 'জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬' পরিণত হল আইনে। সংশোধিত আইনে জাতীয় গানকে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'-এর সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বিলটি প্রথমে রাজ্যসভায় পাশ হয় ২৯ জুলাই। পরের দিন ৩০ জুলাই লোকসভাতেও মেলে অনুমোদন। এবার রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে আইনি সুরক্ষা পেল 'বন্দে মাতরম'। নতুন আইনে জাতীয় গান পরিবেশনের সময়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাধা দেওয়া বা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা নিষিদ্ধ। অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা দু'টিই হতে পারে। কিন্তু আইন করে জাতীয় গানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

এতদিন 'জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন'-এ জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা শাস্তিযোগ্য হলেও জাতীয় গানের ক্ষেত্রে একই বিধান ছিল না। সেই তফাতই এবার মুছে দিল কেন্দ্রের মোদী সরকার।

'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তিকে ঘিরে এমনিতেই জাতীয় গানের মর্যাদা বৃদ্ধিতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। ফেব্রুয়ারিতে নির্দিষ্ট হয়েছে পরিবেশনের নিয়মও। ছ'টি স্তবক ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ডে পরিবেশনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি অনুষ্ঠানে, যেখানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের রীতি রয়েছে, সেখানে আগে গাওয়া হবে 'বন্দে মাতরম', তার পর 'জনগণমন'।

স্বাধীনতা দিবসে এই বদলের প্রথম বড় মঞ্চ লালকেল্লা। এ বার পতাকা উত্তোলনের সময় প্রথমে বাজবে 'বন্দে মাতরম'। তার পর জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'।

আমন্ত্রণপত্রেও রাখা হয়েছে জাতীয় গানের ছ'টি স্তবক। অর্থাৎ, এবার শুধু মর্যাদায় সমান নয়, আইনের সুরক্ষাতেও সমান 'বন্দে মাতরম'।

সরকারের উদ্যোগের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন না তুলেও কংগ্রেস সাংসদ থারুরের বক্তব্য, শ্রদ্ধা ও আবেগকে আইনের বাধ্যবাধকতায় বেঁধে ফেলা কতটা বাস্তবসম্মত, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। বিশেষত সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় গান সম্পূর্ণ গাওয়ার বাধ্যবাধকতা তৈরি হলে বাস্তবে তার প্রয়োগ কীভাবে হবে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।

সংসদে 'মঙ্গল মিলন'-এ ১৫ আগস্টের আবহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি, ১১ আগস্ট - ১৫ আগস্টের আগেই সংসদে যেন আগাম স্বাধীনতা দিবস। মঙ্গলবার সংসদ ভবনের লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ে এনডিএ-র 'মঙ্গল মিলন' বৈঠকের শুরুতেই দেখা গেল অন্য ছবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একসঙ্গে তিরঙ্গা তুললেন এনডিএ-র সাংসদরা। অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, নিতিন গডকড়ি, নীতিন নবীন, এনসিপিআই-এর কাকলি ঘোষ দস্তিদার সহ অন্য সাংসদরা। শাসক জোটের সাংসদদের কণ্ঠে উঠল 'বন্দে মাতরম'-এর স্লোগান। মুহূর্তে অডিটোরিয়াম বদলে গেল দেশাত্মবোধের মঞ্চে।

১০ থেকে ১৭ আগস্ট দেশ জুড়ে 'তিরঙ্গা যাত্রা'র কর্মসূচি নিয়েছে এনডিএ। তারই আবহে মঙ্গলবারের বৈঠকে মোদী নিজেই সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন তিরঙ্গা উত্তোলনে। ১৫ আগস্টের আগে এটাই ছিল অধিবেশন চলাকালীন শেষ মঙ্গলবারের 'মঙ্গল মিলন'। দেশাত্মবোধের এই আবহের মধ্যেই বৈঠকে উঠল সরকারের উন্নয়নের হিসাবও। সময়ের অভাবে দুই মন্ত্রীর বদলে জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাটিল তুলে ধরলেন 'জল জীবন মিশন', 'জল সঞ্চয় জন অংশগ্রহণ' এবং 'সমৃদ্ধি এম-ক্যাডডব্লিউএম'-র মতো তিন প্রকল্পের খতিয়ান। কেন্দ্রের দাবি, গ্রামীণ ভারতের প্রায় ৮২ শতাংশ বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে নলবাহিত পানীয় জল। শুধু সংযোগ নয়, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন জল পরিষেবার উপরও জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। পাটিলের দাবি, জল জীবন মিশনে পাওয়া ১৮ হাজার ৭৯০টি অভিযোগের মধ্যে ১৭ হাজার ৭২৪টির নিষ্পত্তি হয়েছে। ২৪.৮ লক্ষ মহিলা ফিল্ড টেস্টিং কিটের মাধ্যমে জলের মান পরীক্ষা করছেন।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন
আয়োজিত হবে
১৫.০৯.২০২৬

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য পাবলিক নোটিস

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)-এর অধীনে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২) তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার, ঋণগ্রহীতাদের প্রতি ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন এবং অনুমোদিত অফিসার নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিসমূহের অধিগ্রহণ করেছেন। উল্লিখিত তারিখে, সময়ে ও স্থানে ই-অকশন আয়োজনের দ্বারা উক্ত আইনের রুল ৮-এর সাব-রুল ৫ ও ৬-এর অধীনে অনুমোদিত অফিসার প্রস্তাব আহ্বান করছেন। জনসাধারণকে এবং সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতাদের ও গ্যারান্টারদের এতদ্বারা অবগত করানো হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ উপস্থাপিত নিয়ম ও শর্তাবলীতে এবং ব্যাঙ্কের বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নরূপ শর্তাবলীতে নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ সম্পর্কিত বিষয়ে সারফায়েসি অ্যাক্ট-এর অধীনে ই-অকশন আয়োজিত হবে।

শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতাগণ / গ্যারান্টারগণ-এর নাম এবং ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সিকিওরড ঋণ / বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	ডিমান্ড নোটিসের তারিখ এবং অধিগ্রহণের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) এবং বায়নামূল্য জমা (ইএমডি, টাকায়)
শাখা ঃ বিধাননগর ঋণগ্রহীতা ঃ মেসার্স হোটেল তুলসী ইন স্বত্বাধিকারী ঃ মি. তাপস কুমার ঘোষ সহ-ঋণগ্রহীতা ঃ মিস সুমনা ঘোষ ঠিকানা ঃ ৪৪২ বড়াখোলা মুকুন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা ৭০০০৯৯	কমবেশি প্রায় ৯.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের একটি বাস্তু জমি, তৎসহ সেখানে দাঁড়ানো জি+৬ তলবিশিষ্ট কমার্শিয়াল বিল্ডিং, এর সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যেখানে স্থিত মৌজা-বোলপুর, জেএল নং ৯৯, সিএস দাগ নং ১১৮৭, আরএস দাগ নং ১১৮৭/৩০৫১, যার সংলগ্ন এলআর দাগ নং ২১১৪, সিএস খতিয়ান নং ২০৭, আরএস খতিয়ান নং ৩০৬৬, এলআর খতিয়ান নং ৯১১৯, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২০৪৮৯ ও ২০৪৯০, বোলপুর পৌরসভার চৌহদ্দির অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ০৯(০৩), হোল্ডিং নং ৫৭/৩৮, মিশন কম্পাউন্ড, থানা বোলপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২০৪, এ.ডি.এস.আর.ও. বোলপুর, জেলা-বীরভূম (সেল ডিড নং ঃ আই-০৮৯৫৩ অফ ২০১৫ এবং আই-০৮৯৫৫ অফ ২০১৫)। **মি. তাপস কুমার ঘোষ ও মিসেস সুমনা ঘোষ-এর নামে সম্পত্তি। পরিসীমা ঃ উত্তরে ঃ** ডঃ রাধাকৃষ্ণ সিনহা রোড; **দক্ষিণে ঃ** ৫ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্বে ঃ** মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ-এর বাড়ি, **পশ্চিমে ঃ** কালীকিঙ্কর হাজরার বাড়ি।	৩,১৩,৮১,২০৮.১৭ টাকা ০২.০৫.২০২৬ তারিখে তৎসহ উক্ত পরিমাণে পুনরায় ধার্য সুদ ও ব্যয়সমূহ	০২.০৫.২০২৬ ও ১০.০৭.২০২৬ (প্রতীকী অধিগ্রহণ)	৪,৬৮,০০,০০০ টাকা ও ৪৬,৮০,০০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ

(১) ওয়েবসাইট https://BAANKNET.com/-এর মাধ্যমে "অনলাইন ইলেক্ট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়াতে কেবলমাত্র অকশন সেল/বিডিং করা হবে।
(২) সমস্ত সম্পত্তির জন্য, অকশনের তারিখ ও সময় ১৫.০৯.২০২৬-এ বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত, তারপর প্রতি ১০ মিনিটের অপরিসীম সম্প্রসারণ হবে, অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে ১২০ মিনিটের জন্য অকশন প্রক্রিয়া চলবে এবং সর্বশেষ ১০ মিনিটে বৈধ বিড পাওয়া গেলে, আরও ১০ মিনিটের জন্য অকশন সম্প্রসারিত হবে। সর্বশেষ ১০ মিনিটে বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। উপরিল্লিখিতমতো সংরক্ষিত মূল্যের বেশি একটি নচ-এ সম্পত্তির অকশন করা হবে। বিডাররা ১০,০০০ টাকার (দশ হাজার টাকা মাত্র) গুণিতকে তাঁদের অফার বৃদ্ধি করতে পারবেন। আগ্রহী পার্টিরা ০৮.০৯.২০২৬ এবং ০৯.০৯.২০২৬ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সাইটে সম্পত্তিসমূহ পরিদর্শন করতে পারবেন।
(৩) আগ্রহী বিডারদের পোর্টাল https://BAANKNET.com/-এ তাঁদের নাম রেজিস্টার করতে হবে এবং তাঁদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড নিতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা অকশনের জন্য কীভাবে রেজিস্টার করতে হবে, অকশনের ধরন, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য উপরিল্লিখিত লিঙ্ক অনুসরণ করবেন। আগ্রহী বিডাররা কোনও অনুসন্ধানের জন্য মি. সুরেশ কুমার (+৯১-৯২০৪৮৮২৩০০) এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তিসমূহ/সম্পদসমূহ "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যা কিছু যেভাবে আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও রিকোর্স ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রি করা হবে। আগ্রহী বিডারদের তাঁদের বিড জমা দেবার পূর্বে, সম্পত্তিতে এনকামব্র্যান্সেস, অকশনযোগ্য সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিতে প্রভাব বিস্তারকারী দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য, বাস্তব অধিগ্রহণ করতে জড়িত সময় এবং ব্যয় (প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত সম্পত্তিসমূহের জন্য) নিজেদের অনুসন্ধান করে নিতে হবে। সম্পত্তি কর, এনার্জি চার্জেস ইত্যাদি সমেত অর্জিত বিধিবদ্ধ সমস্ত বকেয়া সফল বিডারকে বহন করতে হবে। কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য এবং বিলম্বের জন্য ব্যয় এবং/বা বাস্তব অধিগ্রহণ করতে জড়িত আইনি বিষয়সমূহ (প্রতীকী অধিগ্রহণের অন্তর্গত সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে) অনুমোদিত অফিসার/সিকিওরড ক্রেডিটর দায়ী থাকবেন না।
(৫) অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর সর্বোত্তম তথ্যমতে শিডিউলে সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক এই পাবলিক নোটিসে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ যাওয়ার জন্য উত্তর দিতে দায়বদ্ধ নন।
(৬) উপরিল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে উপরোক্ত সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী বিডারদের E-BAANKNET-এ ব্যবস্থিত ওয়ালেটে উপরোক্তমতো বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমার জন্য প্রক্রিয়ার বিবরণ উপরিল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী বিডারদের অকশনের তারিখের পর্যাপ্ত সময় আগে উক্ত পোর্টালে নিজেদের রেজিস্টার করতে হবে, কিন্তু কোনওভাবেই ১৫.০৯.২০২৬-এ বিকাল ৫টার পরে করলে চলবে না।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে, বিক্রি সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার দ্বারা বিডের গ্রাহ্যতার পর তৎক্ষণাৎ ইতোমধ্যে জমা করা ইএমডি সমেত, বিড পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিডে আইনিভাবে যোগ্য বিবেচিত হলেই উপরিল্লিখিত সম্পত্তিসমূহের সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে সর্বোচ্চ বিডারকে ঘোষণা করা হবে।
(৯) অনুমোদিত অফিসার দ্বারা বিক্রি নিশ্চিতকরণের ১৫তম দিনে (ব্যাঙ্কের কার্যকালের সময়ের মধ্যে) বা তার আগে অথবা অনুমোদিত অফিসারের একচ্ছত্র বিবেচনায় পারস্পরিক সম্মতিমতে লিখিতভাবে এরূপ সম্প্রসারিত সময়ে বিড/পারচেজ মানির বাদবাকি ৭৫% জমা করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সফল বিডার পেমেন্ট করতে অপারগ হলে বিডারের ইতোমধ্যে জমা করা পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নতুন করে অকশন আয়োজন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক দ্বারা সংরক্ষিত।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন ও তারপরে বিক্রির কাজ সম্পূর্ণ হবে, এরপর ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রাহ্য করবেন না।
(১১) কোনও কারণ না দেখিয়ে সর্বোচ্চ বিড বা কোনও একটি বা সমস্ত বিড গ্রহণে অনুমোদিত অফিসার বাধ্য নন এবং কোনও একটি বা সব বিড গ্রহণ বা বর্জন করার অধিকার এবং সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব বিবেচনায় বিক্রির কোনও শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন বা ছাড় দেবার অধিকার অনুমোদিত অফিসার দ্বারা সংরক্ষিত।
(১২) সফল বিডারকে/ক্রেতাকে কনভেয়েন্স ডিড্-এর জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সমেত ট্যাক্স (৫০ লাখ টাকা ও তার বেশি মূল্যমানের সম্পত্তিসমূহের জন্য আয়কর আইন ২০২৫ অনুযায়ী ধারা ৩৯৩(১) টেবিল ক্রনং ৩(১) অনুযায়ী), যদি থাকে, বহন করতে হবে।
(১৩) উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/গ্যারান্টারগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে এই প্রকাশনা অগ্রিম ত্রিশ দিনের বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও গণ্য করতে হবে।
(১৪) পুনরায় বিশদ বিবরণ, প্রসেস কমপ্লায়েন্স এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন ঃ www.bankofindia.bank.in

তারিখ ঃ ১২.০৮.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা

স্বাঃ অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া